PRINT

সমকাল

প্রশ্ন ফাঁস: করণীয় কী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১০ ঘণ্টা আগে | **Updated** ৭ ঘণ্টা আগে

ড. সৈয়দ শাইখ ইমতিয়াজ, ড. মো. সাজ্জাদ হোসেন

বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখনও সেই তীর্থভূমি, যার দিকে লাখো কোটি বাঙালি-বাংলাদেশি তাকিয়ে থাকে। দেশের ক্রান্তিলগ্নে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি বারবার বিবেকের কণ্ঠস্বর হয়ে আওয়াজ তুলেছে। দেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থী এখনও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্ন দেখে। তাই তো প্রতি বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় রেকর্ড সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ভর্তি হওয়ার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় (পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে এতটা প্রতিযোগিতা হয় বলে আমাদের জানা নেই)। ঘ ইউনিট এ ক্ষেত্রে একটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। কেননা এর মাধ্যমে উচ্চ মাধ্যমিকের সব বিভাগের (বিজ্ঞান, মানবিক, বাণিজ্য, ইংরেজি মাধ্যম, মাদ্রাসা) ছাত্রছাত্রীরা

সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, কলা অনুষদ, বাণিজ্য অনুষদ, আইন অনুষদ ও বিভিন্ন ইনস্টিটিউটভুক্ত বিভাগগুলোয় ভর্তির সুযোগ পায়। তাই তো এ অনুষদে ভর্তিচ্ছু পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অন্য অনুষদ থেকে সবসময়ই বেশি থাকে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে আমরা সবসময়ই অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে গর্ব করে বলতে পেরেছি, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত। সাম্প্রতিক অতীতেই এমন উদাহরণও রয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং উচ্চতর প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত শিক্ষকদের সন্তানরাও ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়নি বিধায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারেনি। কিন্তু অত্যন্ত শঙ্কার সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করছি, বছরের পর বছর ধরে যে ভর্তি পরীক্ষা প্রক্রিয়া সাফল্যের সঙ্গে শ্রেণি, গোত্র, সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে সবার জন্য ন্যায্যতার নিশ্চয়তা দিয়ে এসেছে, সে পরীক্ষা পদ্ধতি আজ ঘ ইউনিটের প্রশ্ন ফাঁস বিতর্কের কারণে প্রশ্নবিদ্ধ (পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের বিপক্ষে আমরা নই, তবে নিঃসন্দেহে এ মুহূর্তে পরীক্ষা পদ্ধতিকে প্রশ্ন ফাঁসের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করার কোনো সুযোগ নেই)। আমরা মনে করি, পরীক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি এবং শিক্ষকদের সততাও আজ প্রশ্নের সম্মুখীন। বর্তমান লেখাটিতে মূলত এমন অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় নিয়ে কিছু করণীয় উপস্থাপন করা হবে। আমরা আরও মনে করি, ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নয়, বরং ঘ ইউনিটের ভর্তি প্রক্রিয়ার সঙ্গে যারা জড়িত তাদের ব্যর্থতার কারণেই চলমান সংকটের সৃষ্টি হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে বিভাগগুলোর সরাসরি কিছু করার থাকে না। বিভাগগুলো নির্দিষ্ট অনুষদ ও ইনস্টিটিউটভুক্ত হয়ে থাকে। অনুষদগুলোর মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষাগুলো পরিচালিত হয়। এই ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে মেধাক্রমের ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন বিভাগে ভর্তি হওয়ার জন্য মনোনয়ন দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে বিভাগগুলো শুধু তাদের নিজস্ব বিভাগের জন্য প্রযোজ্য নূ্যনতম নম্বর নির্ধারণ করতে পারে। এ নম্বরও অনুষদের ডিনের নেতৃত্বে ওই অনুষদের সব বিভাগের সভাপতির উপস্থিতিতে ভর্তি পরীক্ষার আগেই পর্যালোচনা ও চূড়ান্ত করা হয়।

উল্লেখ করা প্রয়োজন, নিজ নিজ ইউনিটের ডিন, ভর্তি পরীক্ষার প্রধান সমন্বয়ক হিসেবে যাবতীয় কার্যক্রম তদারক ও সম্পাদন করেন। তিনি ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ, পরীক্ষার ফল প্রস্তুত ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভর্তি প্রক্রিয়াকে প্রভাবমুক্ত রাখার স্বার্থে ও দুর্নীতিমুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়ায় কোনো প্রকার নম্বর থাকে না। শুধু শিক্ষার্থীদের মূল কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করা হয়। শিক্ষার্থীরা যেসব বিভাগে ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করেন, তার থেকে পছন্দক্রম অনুযায়ী কোনো একটি নির্দিষ্ট বিভাগে তাকে ভর্তি হওয়ার চূড়ান্ত মনোনয়ন প্রদান করা হয়। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে ওই সাক্ষাৎকারের আগে প্রকাশিত ভর্তি পরীক্ষার ফল পরিবর্তন বা প্রভাবিত করার কোনো সুযোগ নেই। অতএব ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়ে গেলে পরীক্ষা বাতিল করে পুনরায় ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া ছাড়া সব শিক্ষার্থীর জন্য ন্যায়বিচার ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা অসম্ভব।

আমাদের জানা মতে, ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হলে কী করণীয় সে সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো লিখিত নীতিমালা নেই (সম্ভবত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন যে ফাঁস হতে পারে তা কল্পনাতীত ছিল!)। সংশ্লিষ্ট মহলে বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এটি মোটামুটি নিশ্চিত যে, এ বছরের ঘ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতি হয়েছে। মনে রাখা প্রয়োজন, এই ঘ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় টানা গত তিন বছর ধরে প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ উত্থাপিত হচ্ছে। এ বছরের অভিযোগ নিয়ে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী তথ্য-উপাত্ত যা পাওয়া যাচ্ছে তাতে অবস্থাদৃষ্টে মনে

হচ্ছে, প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে (তা আধা ঘণ্টা আগে হোক অথবা দু'দিন আগেই হোক)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য ইউনিটগুলোয় (ক ইউনিট, খ ইউনিট, গ ইউনিট, ঙ ইউনিট) যেসব ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে তার কোনোটিতেই প্রশ্ন ফাঁসের এমনতর অভিযোগ ওঠেনি। অন্যান্য ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা সাফল্য নিশ্চিত করার প্রাথমিক কৃতিত্ব যেমন ওইসব ইউনিটের সংশ্লিষ্ট ডিনদের, একইভাবে একটিমাত্র নির্দিষ্ট ইউনিটের (ঘ ইউনিট) ভর্তি পরীক্ষা সফলভাবে নিতে না পারার ব্যর্থতাও সংশ্লিষ্ট ইউনিটের ডিনের। এ ক্ষেত্রে পুরো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে ঢালাওভাবে দায়ী করা কিংবা পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা অথবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষকের সততা নিয়ে সন্দিহান হওয়ার অবকাশ নেই। উপরন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কিংবা প্রো-উপাচার্যদ্বয়কে অথবা সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন মহলকে দায়ী করাও অবান্তর। কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন প্রক্রিয়া ও গণতান্ত্রিক চর্চা অনুযায়ী ডিন নির্বাচিত হন সংশ্লিষ্ট অনুষদের শিক্ষকদের গোপন ব্যালটে। এ ক্ষেত্রে উপাচার্য, প্রো-উপাচার্য কিংবা প্রশাসনের অন্য যে কেউই নির্বাচিত ডিনের সঙ্গে কাজ করতে বাধ্য থাকেন এবং পরীক্ষা প্রক্রিয়ার পুরো বিষয়টিতে প্রশাসনের উচ্চপদে আসীন কারোরই হস্তক্ষেপের কোনো সুযোগ থাকে না।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এটি অনস্বীকার্য যে, এ বছরের ঘ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস বিতর্ক প্রসঙ্গে সারাদেশে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকদের কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষকদের সততা নিয়ে সন্দেহ তৈরি হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। এ অবস্থায় পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের উচিত সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা, ন্যায্যতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা। এ ক্ষেত্রে জনমানুষের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়া নিয়ে যে আস্থার সংকট তৈরির আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে, সেই বিষয়টিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ না করলে লাখ লাখ ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের মনে গভীর ক্ষত ও বেদনা তৈরি করবে। আমরা নিকট অতীতেই দেখেছি, এসব ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রভাব-প্রতিপত্তি কাজে লাগিয়ে দায়ী ব্যক্তিরা তাদের দায়িত্বহীনতা, অজ্ঞতা, অস্বচ্ছতা কিংবা অসাধু তৎপরতা আড়াল করার চেষ্টা করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষক হিসেবে আমাদের প্রত্যেকেরই দায় রয়েছে এই পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি রক্ষার।

এ ক্ষেত্রে সর্বপ্রথমেই যে কাজটি করা প্রয়োজন সেটি হলো, ঘ ইউনিটের বিতর্কিত ও প্রশ্নবিদ্ধ ভর্তি পরীক্ষাটি বাতিল করে ভর্তি পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে নতুন করে কোনো বাড়তি অর্থ বা ফি না নিয়ে অবিলম্বে পুনরায় ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া। দ্বিতীয়ত, ঘ ইউনিটের প্রশ্ন ফাঁস সংক্রান্ত গত কয়েক বছরের তদন্ত রিপোর্টগুলো স্বচ্ছতার স্বার্থে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া। তৃতীয়ত, যদি প্রশ্ন ফাঁসের কোনো অকাট্য প্রমাণ কারও কাছে থাকে তবে তা জনস্বার্থে উন্মুক্ত করা এবং সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তিদের (তারা যত প্রভাবশালী ও ক্ষমতাবানই হোন না কেন) সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা। চতুর্থত, গ্রহণযোগ্যতার স্বার্থে উপাচার্যের সরাসরি তত্ত্বাবধানে সব অনুষদের ডিনদের সংশ্লিষ্ট করে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা।

বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে এখন দেখার বিষয় হলো, ন্যায্যতা নিশ্চিত করার কঠিন পথটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হাঁটবে, নাকি এই সংকটকে কেন্দ্র করে জনমানসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রক্রিয়া ঘিরে যে আস্থাহীনতা তৈরির আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে, তা সত্যে পরিণত করবে। আমাদের প্রত্যেকেরই মনে রাখা উচিত, দেশের প্রতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আমাদের সবার ঋণ রয়েছে। এ ঋণ কিছুটা হলেও মেটানো সম্ভব স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার মধ্য দিয়ে। মনে রাখা প্রয়োজন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কখনও সততা ও দায়বদ্ধতার প্রশ্নে আপস করেনি আর যারা আপস করেছিলেন, তারা নিক্ষিপ্ত হয়েছেন

সময়ের ভাগাড়ে।

লেখকদ্বয় যথাক্রমে সহযোগী অধ্যাপক ও প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ এবং সহযোগী অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

simtiaz00@gmail.com, sazzad.ir.du@gmail.com

© সমকাল 2005 - 2018

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মুস্তাফিজ শফি । প্রকাশক : এ কে আজাদ

১৩৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৮৮৭০১৭৯-৮৫, ৮৮৭০১৯৫, ফ্যাক্স : ৮৮৭০১৯১, ৮৮৭৭০১৯৬,
বিজ্ঞাপন : ৮৮৭০১৯০ । ইমেইল: info@samakal.com